শেখ হাসিনার ফাঁসি কার্যকর চেয়ে মেহেরপুরে এনসিপি’র গণমিছিল

শেখ হাসিনার রায়ের প্রতিক্রিয়ায় মেহেরপুরে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) গণমিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম প্রধান সমন্বয়ক, ন্যাশনাল ল’ইয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান সংগঠক ও জেলা প্রধান সমন্বয়কারী অ্যাডভোকেট সাকিল আহমেদের নেতৃত্বে শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে এনে ফাঁসি কার্যকর ও গণহত্যায় শেখ হাসিনার সহযোগীদের দ্রুত বিচারের দাবিতে এই মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

মিছিলটি জেলা এনসিপির কার্যালয় থেকে বড় বাজার চার রাস্তার মোড় ঘুরে প্রেসক্লাবের সামনে এসে শেষ হয়।

মিছিল শেষে সমাবেশে অ্যাডভোকেট সাকিল আহমেদ বলেন, অবিলম্বে নির্বাচনের পূর্বে ভারত থেকে খুনি হাসিনাকে ফিরিয়ে এনে ফাঁসি দিতে হবে। ভারতকে বলবো আপনাদের সঙ্গে যে বন্দি বিনিময় চুক্তি আছে তা মেনে শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে দিন, না হলে বাংলাদেশের সঙ্গে আপনাদের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। বাকি আসামিদেরও ফিরিয়ে এনে বিচার করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, স্বৈরাচার ঠেকাতে হলে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করতে হবে। জুলাই সনদ বাস্তবায়ন না হলে নির্বাচন হতে দেওয়া হবে না।

এসময় জাতীয় যুবশক্তির কেন্দ্রীয় সংগঠক মো. মুজাহিদুল ইসলাম, জেলা এনসিপির যুগ্ম সমন্বয়কারী মো. আরিফ খান, আসিক রাব্বি, সদস্য (সংগঠন/দপ্তর) মো. হাসনাত জামান সৈকত, সদস্য (অর্থ) মো. তামিম ইসলাম, সদস্য (লিয়াজোঁ) মাহাবুব ই তৌহিদ রবিন, সদস্য (প্রচার) আমির হামজা, সদর উপজেলা প্রধান সমন্বয়কারী হাসমত উল্লাহ, সদস্য মুবারক হোসেনসহ জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ধর্ষকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের দাবীতে ছাত্রজনতার মানববন্ধন

ধর্ষণের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার দাবীতে সারাদেশের মতো মেহেরপুরে মানববন্ধন করেছে জাতীয় নাগরিক কমিটি ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন।

গতকাল রোববার দুপুর ২ টার দিকে মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সামনে এই মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়।

জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্য সাহেব মাহমুদের নেতৃত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্য সাব্বির আহমেদ, শিহাব উদ্দিন সৈকত, অ্যাডঃ মিজানুর রহমান, খন্দকার মুইজ উদ্দিন, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহবায়ক ইমতিয়াজ আহমেদ, সদস্য সচীব মুজাহিদুল ইসলাম, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের যুগ্ন সংগঠক আসিফ রাব্বি প্রমুখ।

শ্লোগানে বলা হয় ‘দিয়েছি তো রক্ত আরও দেব রক্ত’, ‘ধর্ষকের ঠিকানা, এ বাংলায় হবে না’, ‘একটা একটা ধর্ষক ধর, ধইরা ধইরা জবাই কর’, ‘আবু সাঈদের বাংলায় ধর্ষকের ঠাঁই নাই’, ‘চব্বিশের বাংলায় ধর্ষকের ঠাঁই নাই’সহ বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকে।

এসময় শিক্ষার্থীদের হাতে “ধর্ষকের ফাঁসি চাই,”আইনের কঠোর প্রয়োগ চাই”, “সারা বাংলা খবর দে ধর্ষকদের কবর দে” “আমি আছিয়া হতে চাই না”, “নারী নিপীড়ন বন্ধ কর” ইত্যাদি প্ল্যাকার্ড দেখা যায়।